দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৭।৪।৮০ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

গণশিক্ষা প্রসারে প্রাথমিক শিক্ষক

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে সারা দেশব্যাপী গণ শিক্ষার কাজ শুরু হয়েছে এবং সে কাজ কোন কোন এলাকায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে কোন কোন গ্রাম থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হয়েছে। দেশে গণশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ২০/২১টি করে গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে এবং এগুলো পরিচালনার জন্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদেরকে ভার দেয়া হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমার বই নামক পুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে উক্ত কেন্দ্রগুলোতে লেখাপড়া নামক পুস্তক বিতরণ করা হয়। তবে, উক্ত পুস্তকের স্বল্পতার কারণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একখানা করে পুস্তক দেয়া সম্ভব হয়নি। তবুও বহু এলাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এভাবে কর্মতৎপরতা অব্যাহত থাকলে নির্ধারিত সময়ের আগেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হবে।

দেশে এক লাখ ৮০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক কার্যরত আছেন। তারা যদি প্রতি মাসে কম পক্ষে ১০ জন নিরক্ষর লোককে অক্ষর জ্ঞান দান করতে পারেন, তবে—প্রতি মাসে ১৮ লাখ লোকের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অনায়াসেই সম্ভব হবে। কারণ, উক্ত শিক্ষকদের অধিকাংশই পল্লী এলাকায় থাকেন। কাজেই পল্লীর সব শ্রেণীর লোকের সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আর এরাই হচ্ছেন পল্লী এলাকায় সংখ্যা গরিষ্ঠ শিক্ষিত সমাজ। কাজেই তাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও সমাজ সেবার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হলেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ তাদের পক্ষে মোটেই দুরূহ নহে। বরং তাঁরা ইচ্ছা করলে প্রতি মাসে ৩০ জনেরও অধিক লোককে অক্ষর জ্ঞান করতে পারেন। তারা এব্যাপারে উদ্যোগী হলেই গ্রামের অন্যান্য বেকার ও শিক্ষিত লোকজনও এ মহান কাজে অংশগ্রহণ করতে কুন্ঠা বোধ করবেন না। বলাবাহুল্য, বিশ্বের বহু দেশ থেকে এভাবে সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমেই নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলে ও একথা সত্য যে আমাদের দেশের বেকার শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে, প্রাথমিক শিক্ষকগণ উক্ত মহান কাজে ঐকান্তিকতার সহিত অংশ নিতে চাইছেন না। তাঁরা যেন দায় সারা হিসেবে এ কাজ করতে যাচ্ছেন। ফলে দেশের বহু এলাকায় উক্ত কাজ সন্তোষজনকভাবে এগুচ্ছে না। অথচ কোন কোন এলাকায় বহু মহিলা ও সমাজ কল্যাণ সংস্থার কর্মচারীরা এ কাজে উৎসাহ নিচ্ছেন। ফলে এসব এলাকায় কাজ ও দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

সম্প্রতি বর্ষার আগমনে বিভিন্ন ভাটি এলাকায় উক্ত কাজ মন্থর গতিতে চলছে। কারণ বর্ষার দরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কেন্দ্রে গমনা-গমণের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। নৌকার অভাবে তাদের অনেকেই শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারছেন না। তাছাড়া কেরোসিনের চড়া মূল্যের কারণে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে কেরোসিন ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার কোন কোন এলাকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের গাফিলতির ফলে অনেক শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তক এখনও পৌঁছায়নি কাজেই বই পুস্তক, খাতা, শ্লেট, পেন্সিল ও বর্ষাকালীন দুর্যোগ বিবেচনা করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেরোসিনও সরবরাহ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া নিরক্ষরতার কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। (১) সপ্তাহে একবার করে দেশের প্রতিটি থানায় সিওর সহযোগে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে গণ-শিক্ষার ব্যাপারে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা (২) প্রতি মাসে দুইবার করে প্রতিটি ইউনিয়নে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানদের সহযোগে অনুরূপ সভার ব্যবস্থা করা, (৩) দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে নিরক্ষরতার কুফল বর্ণনা করে বক্তৃতা দান, (৪) গণ-শিক্ষা নিয়ে গান, গজল ও ছড়া সম্বলিত ছোট পুস্তক প্রণয়ন ও নিরক্ষর লোকের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ, (৫) নিরক্ষর লোকদের বিবাহ ও টিপ দিয়ে জমি রেজিস্টি বন্ধ করে দেয়া ও যে কোন কাজে টিপ দেয়া বেআইনী ঘোষণা করা (৬) দেশের প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষককে বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত কাজে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা (৭) উক্ত কাজের তদারকীর জন্য উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের মধ্য থেকে পরিদর্শক টিম গঠন করা (৮) প্রতি মাসে এ কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট তদন্ত করে দাখিল করা (৯) প্রত্যেক মসজিদের ইমাম ও মক্তবের মওলবীকে এ কাজে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে মাসিক কিছু ভাতা দান ইত্যাদি।

বস্তুতঃ দেশের সকল স্তরের মানুষ নিরক্ষরতাজনিত কলংকের বিরুদ্ধে [illegible] আন্দোলন শুরু করলেই [illegible]র মধ্যে দেশ থেকে এ [illegible] মোচন করা সম্ভব।

—এম এ বশীর